‘এ দেশে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পার পাওয়া যায় বলেই নাইকো’রা সর্বনাশ করে’

বাংলাদেশের তেল-গ্যাস নিয়ে সরকার ও বহুজাতিক কোম্পানিগুলো ছিনিমিনি খেলছে। দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী, আমলারা নগ্নভাবে লুটপাট করছে। সম্প্রতি নাইকো থেকে প্রতিমন্ত্রী মোশাররফ হোসেন কোটি টাকা দামের গাড়ি উপঢৌকন নিয়েছেন। পত্রপত্রিকায় গাড়ির ছবিসহ তার কুকীর্তি ছাপা হলে তিনি পদত্যাগ করেন। এতে জনমনে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। তেল-গ্যাস খাতে বিভিন্ন অনিয়ম নিয়ে সাপ্তাহিক ২০০০-এর কথা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক **ড. বদরুল ইমামের** সঙ্গে... সাক্ষাৎকার নিয়েছেন **সাজেদুর রহমান**

সাপ্তাহিক ২০০০ : বাংলাদেশে তেল-গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানিগুলোর বিরুদ্ধে নানা রকম অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। কিভাবে এসব অনিয়ম হয়?

ড. বদরুল ইমাম : তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বিদেশী কোম্পানি তাদের নিজ খরচ অনেক ক্ষেত্রেই অতিরিক্ত করে দেখায় এবং তা চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশ থেকে উশুল করে নেয়। একটি অনুসন্ধান কূপ খনন করতে দেশীয় কোম্পানির ক্ষেত্রে ৪০-৫০ কোটি টাকা খরচ হয়। অথচ এ দেশে বিদেশী কোম্পানি যখন কূপ খনন করে তা ব্যয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি দেখানো হয়। যা পরবর্তীতে Cost-recovery হিসাবে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দিক থেকে হয় তদারকির অভাব, অথবা গোপন বৈঠক বা লেনদেন দায়ী। এই যে কোটি টাকার গাড়ি নিয়ে এতো তোলপাড় সে গাড়িটির খরচও তো নাইকো কোম্পানি কোনো এক সময় তাদের কস্ট রিকভারি হিসেবে উশুল করে নিতে পারে। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, সরকার বাইরের কোম্পানির ক্ষেত্রে উৎপাদন শেয়ারিংয়ের চুক্তিতে জাতীয় স্বার্থরক্ষা করে না। আর কোম্পানিগুলো সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক স্বার্থ নিয়ে কাজ করে।

২০০০ : পিএসসির দুর্বলতা বিষয়ে কিছু বলবেন কী?

ড. ইমাম : Producing Sharing Contract সংক্ষেপে পিএসসি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ নিজস্ব তেল-গ্যাস সম্পদ অনুসন্ধান এবং উত্তোলনের জন্য বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর সঙ্গে এ চুক্তি করে থাকে। আমাদের দেশও করেছে, তবে তা বেশ ত্রুটিযুক্ত। খননকালে বা উৎপাদনকালে কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে ক্ষতিপূরণের ব্যাপারটা অস্বচ্ছ। বিশেষ করে মাগুরছড়া গ্যাসকূপ খননকালে যে দুর্ঘটনা ঘটল, এরপর উচিত ছিল এই চুক্তির বিষয়গুলো পুনর্বিবেচনায় এনে এ ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট ধারা প্রণয়ন করা। যে কারণে মাগুরছড়া দুর্ঘটনা ঘটার কয়েক বছর পরও টেংরাটিলায় একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটালো নাইকো কোম্পানি। যেহেতু মাগুরছড়া দুর্ঘটনার দায়ে অক্সিডেন্টাল কোম্পানিকে কিছুই করা যায়নি, তাই নাইকোও সে ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করার কোনো প্রয়োজন বোধ করেনি। বরং দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নাইকো পুনরায় নির্বিঘ্নে এ দেশে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। এটি আমাদের পিএসসি চুক্তির একটি বড় দুর্বলতা। এ ছাড়া আমাদের দেশীয় কোম্পানি বাপেক্স যেসব স্থানে গ্যাস আছে বলে নিশ্চিত হয়েছে সেসব জায়গা ওই বিদেশী কোম্পানিকে দেয়া ঠিক হয়নি। নাইকো কিন্তু বাছাই পর্বে বাদ পড়ে গিয়েছিল। অথচ সেই কোম্পানি নাইকোকেই দেয়া হয়েছে গ্যাসকূপ খননের দায়িত্ব। পিএসসি চুক্তি নামে ১৯৯৭ সালে প্রণীত মডেল পিএসসি অনুযায়ী যে শর্তের কথা আমরা জানি, আমাদের দেশে তা পুরোপুরি অনুসরণ করা হয়নি।

২০০০ : নাইকো কোন চুক্তিতে কাজটি পেলো?

ড. ইমাম : নাইকোর সঙ্গে চুক্তিটি বিতর্কিত। কারণ নাইকো ইতিপূর্বে পিএসসি চুক্তি করার জন্য বাংলাদেশে এলে বছাই পর্বে অন্যান্য কোম্পানির সঙ্গে তুলনামূলক বিচারে অযোগ্য প্রমাণিত হওয়ায় বাদ পড়ে। তাই পিএসসি স্বাভাবিক ধারায় প্রতিযোগিতামূলক পদ্ধতিতে বাংলাদেশে কাজ পায়নি। কিন্তু পরবর্তীতে সরকারি উচ্চ পর্যায়ের হস্তক্ষেপে এককভাবে ছাতক এবং ফেনী গ্যাসক্ষেত্র দুটিকে আইন বহির্ভূতভাবে নাইকো কোম্পানিকে দেয়া হয়।এটিকে পিএসপি নয় বরং জয়েন্ট ভেঞ্চার নাম দিয়ে এর সঙ্গে বাপেক্সকে নামে মাত্র পার্টনার করা হয়। অথচ কূপ খনন কাজে বাপেক্সের সঙ্গে কোনো পরামর্শও করা হয়নি। প্রশ্ন হলো, বাপেক্স কি ধরনের পার্টনার?

২০০০ : ফেনী ও ছাতক গ্যাসক্ষেত্র দুটি পেট্রোবাংলা আবিষ্কার করেছিল। কূপ দুটি খননের দায়িত্ব তাদের দেয়া উচিত ছিল না?

ড. ইমাম : ছাতক গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে পিপিএল (বার্মা অয়েল কোম্পানি) ১৯৫৯ সালে। আর ফেনী গ্যাসক্ষেত্রটি আবিষ্কার করে পেট্রোবাংলা (বা বাপেক্স) ১৯৮১ সালে। মজার কথা হলো, দুটি গ্যাসক্ষেত্রের কোনোটিই পরিত্যক্ত করা হয়নি। অথবা কোনোটিকেই মার্জিনাল গ্যাসক্ষেত্র বলা যায় না। অথচ নাইকোকে এ দুটি গ্যাসক্ষেত্রে ‘পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল’ দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। একটু বিস্তারিত বলি। ১৯৫৯ সালে ছাতক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের পর এর মজুদ নির্ধারণ করা হয় ১১৪০ বিলিয়ন ঘনফুট (বিসিএফ)। এই গ্যাস ১৯৬১ থেকে ১৯৮৫ সাল পর্যন্ত কেবল একটি কূপের (ছাতক-১) মাধ্যমে মোট ২৭ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়। সে হিসেবে ছাতকে বাকি থাকে ১১১৩ বিসিএফ গ্যাস। নব্বইয়ের দশকের শেষ দিকে ছাতক গ্যাসক্ষেত্র পুনর্বার জরিপ চালিয়ে দেখানো হয় যে প্রকৃতপক্ষে

এটির দুটি অংশ। একটি ছাতক (পশ্চিম) এবং অপরটি ছাতক (পূর্ব)। ছাতক (পশ্চিম) ক্ষেত্রটিতে মজুদ নির্ধারণ করা হয় ২৮৪ বিসিএফ গ্যাস। এখান থেকে প্রকৃতপক্ষে ছাতক-১ নং কূপের মাধ্যমে আগে ২৭ বিসিএফ গ্যাস উত্তোলন করা হয়। তাহলে ছাতক (পশ্চিম) ক্ষেত্রে বাকি গ্যাস থাকে ২৫৭ বিসিএফ যে গ্যাস ক্ষেত্রে ২৫৭ বিসিএফ গ্যাস আছে বলে পেট্রোবাংলা-বাপেক্স রিপোর্ট দিচ্ছে সে গ্যাসক্ষেত্র পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল হয় কীভাবে? বর্তমানে মেঘনা, নরসিংদী, ফেঞ্চুগঞ্জ গ্যাসক্ষেত্রসমূহে পেট্রোবাংলা গ্যাস উৎপাদন চালু রেখেছে। এসব গ্যাসক্ষেত্রে গ্যাসের বর্তমান মজুদ রয়েছে ৭১ বিসিএফ (মেঘনা), ২৫ বিসিএফ (নরসিংদী) এবং ২৬৩ বিসিএফ (ফেঞ্চুগঞ্জ)। এগুলো যদি পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল ঘোষণা না হয় তবে ছাতক (পশ্চিম) গ্যাসক্ষেত্র ২৫৭ বিসিএফ মজুদ নিয়ে কীভাবে পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল হয় বলুন? এটা হলো দুঃখের কথা। ছাতকে বাপেক্স অনায়াসে একটি বা দুটি এবং তারও বেশি কূপ খনন করে গ্যাস উৎপাদন শুরু করতে পারতো। অথচ এটিকে পরিত্যক্ত বা মার্জিনাল দেখিয়ে তা নাইকোর হাতে তুলে দেয়া হলো। এটি সম্পূর্ণভাবে অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য।

২০০০ : বাপেক্সকে কি সরকার অবহেলা করছে?

ড. ইমাম : গ্যাস অনুসন্ধান বা উত্তোলনে সরকার বাপেক্সকে নিয়োগ দিতে চায় না। নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে সমগ্র দেশের সব ব্লক বিদেশী কোম্পানিকে দেবার জন্য বাপেক্সের কার্যক্রম সব স্থানেই বন্ধ করে দেওয়া হয়। বাপেক্সকে পরিণত করা হয় একটি অকার্যকর দালালসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে। অথচ এই বাপেক্স ইতিপূর্বে এ দেশে গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। বর্তমানেও গ্যাসক্ষেত্রে উৎপাদন চালু রেখেছে। এখানে যে সমস্ত ভূতত্ত্ববিদ, ড্রিলিং প্রকৌশলী, তেল প্রকৌশলীরা কাজ করতেন তারা অতি অভিজ্ঞ এবং দক্ষ। অথচ বছরের পর বছর বাপেক্সকে কোনো কাজ না দিয়ে এ কর্মীদলকে নিরুৎসাহিত করে অকর্মী বানিয়ে রাখা হয়, ফলে অনেকেই বাপেক্সে ছেড়ে চলে যায়। এরপর মন্ত্রীমহোদয়ের পক্ষে প্রকাশ্যে 'বাপেক্স একটি অকার্যকর প্রতিষ্ঠান' এ রকম মন্তব্য করতে দেখা যায়। অথচ ঐ সময়ও বাপেক্স দেশের কাজ না পেয়ে বিদেশী কোম্পানি শেল অয়েলের সাইসমিক জরিপ করে কেবল বিদেশীদের সুনামই অর্জন করেনি বরং টাকাও কামিয়েছে। এমতাবস্থায় দেশীয় নানা মহল থেকে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করায় বাপেক্সকে বর্তমানে কিছু কিছু কাজ দেয়া হচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে বাপেক্সের অনেক ক্ষতি হয়েছে, অনেক দক্ষ বিশেষজ্ঞ বাপেক্স ছেড়ে চলে গেছেন। বাপেক্স আবার সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তবে তার জন্য সময় ও সরকারি সহযোগিতার প্রয়োজন। সরকার বিমাতাসুলভ আচরণ করলে বাপেক্স উঠতে পারবে না।

> এ দেশে বিদেশী কোম্পানি যখন কূপ খনন করে তা ব্যয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি দেখানো হয়। যা পরবর্তীতে Cost-recovery হিসাবে নিয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দিক থেকে হয় তদারকির অভাব, অথবা গোপন বৈঠক বা লেনদেন দায়ী

২০০০ : এ পর্যন্ত গ্যাসকূপ বিস্ফোরণে কত ক্ষতি হয়েছে?

ড. ইমাম : মাগুরছড়া ও টেংরাটিলায় দুর্ঘটনা ঘটেছে। মাগুরছড়ায় প্রায় ২৬০ বিলিয়ন ঘটফুট গ্যাস পুড়ে গেছে। ক্ষতি হয়েছে প্রায় ৩ হাজার ৯০০ কোটি টাকা। টেংরাটিলায় কত ক্ষতি হয়েছে তা নিশ্চিত করে বলা যায় না। একটি নামকাওয়াস্তে কমিটি হয়েছে। তারা সম্ভবত সঠিক হিসাব বলছে না। টেংরাটিলা কূপে ১ বিলিয়ন ঘটনফুট গ্যাস ক্ষতি হয়ে যায়। যার মূল্য ১০ কোটি টাকা। এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়। মাগুরছড়ায় এক-দশমাংশ গ্যাসও যদি পুড়ে গিয়ে থাকে, তার পরিমাণ হবে ২৬ বিলিয়ন ঘনফুট। সে হিসেবে ১ বিলিয়ন ঘটফুট গ্যাস হারানোর যুক্তি গ্রহণযোগ্য নয়। মাগুরছড়ায় যে কয়দিন গ্যাস পুড়েছে, টেংরাটিলাতে প্রায় সেই ক'দিনই গ্যাস পুড়েছে। তাই ক্ষতির পরিমাণ সমান না হলেও কাছাকাছি হবে। এখানে তদন্ত রিপোর্টে বিরাট লুকোচুরি আছে বলে মনে করি।

২০০০ : বাংলাদেশ ক্ষতিপূরণ কতটা পেয়েছে?

ড. ইমাম : ওই যে বললাম পিএসসি চুক্তি। ত্রুটিপূর্ণ চুক্তির কারণে কোম্পানিগুলো ক্ষতিপূরণ না দিয়েও পার পেয়ে যাচ্ছে।

২০০০ : কূপ খননকালে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে, কেন হচ্ছে?

ড. ইমাম : প্রতিবার একই রকম দুর্ঘটনা ঘটছে। এর প্রধান কারণ কোম্পানিগুলোর অ্যাগ্রেসিভ মনোভাব। ত্রুটিযুক্ত নকশা নিয়ে তাড়াহুড়ো করে কোম্পানিগুলো গ্যাস উত্তোলন করার চেষ্টার কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রথমবার মাগুরছড়া বিস্ফোরণ থেকে শিক্ষা নেয়া উচিত ছিল। কিন্তু নাইকো টেংরাটিলা কূপ খননে একই রকম ভুল করে। ভুল নকশার অতি ব্যবসায়িক মনোভাবের কারণে কেসিং ব্যবস্থাসহ নিয়মমাফিক কূপ খনন করেনি। এদেশে দুর্ঘটনা ঘটিয়ে পার পাওয়া যায় বলেই নাইকো'রা সর্বনাশ করে।

২০০০ : আন্তর্জাতিকভাবে তেল-গ্যাস নিয়ে কি ধরনের দুর্নীতি হয়?

ড. ইমাম : এ সম্পদ নিয়ে দুর্নীতি সব দেশে হয় না। মালয়েশিয়া, ভারতসহ প্রভৃতি দেশে দুর্নীতির খবর পাওয়া যায় না। অপর পক্ষে নাইজেরিয়া, বলিভিয়ায় দুর্নীতির চিত্র রয়েছে। বলিভিয়ায় তো তেল-গ্যাস নিয়ে ক্ষমতাসীন সরকারের পতন হয়েছে। আমাদের সরকারও এসব ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিতে পারে।

২০০০ : বাইরের কোম্পানিগুলোকে গ্যাস উত্তোলনে নিয়োগ দেয়ার বিরোধিতা করছেন কি?

ড. ইমাম : না, আমি বিদেশী কোম্পানিগুলোকে অনুসন্ধান ও উত্তোলনে নিয়োগ দেয়ার বিরোধিতা করছি না। বঙ্গোপসাগর, উপকূলীয় অঞ্চল ও উত্তরঅঞ্চলে অনুসন্ধান ও উত্তোলন করাটা বেশ কঠিন, ঝুঁকিপূর্ণ এবং ব্যয় সাপেক্ষ। এসব অঞ্চলে বিদেশী কোম্পানিকে নিয়োগ দেয়াটা বুদ্ধিদীপ্ত সিদ্ধান্ত হবে। কিন্তু ব্লক ১২, ১৩, ১৪-এর মতো নিশ্চিততম গ্যাসক্ষেত্রগুলো বিদেশী কোম্পানির হাতে দিতে বিরোধিতা করছি। যেখানে আমরা আমাদের জাতীয় কোম্পানি ব্যবহার করে গ্যাস উত্তোলন করতে পারব, সেখানে বাইরের কোম্পানিকে দিতে বিরোধিতা করছি। ভারতে তাদের দেশীয় কোম্পানি ওএনজিসি (ONGC) অধিকাংশ অনুসন্ধান ও উত্তোলন কাজে নিয়োজিত। সেখানেও বিদেশী কোম্পানি আছে তবে আমাদের মতো দেশীয় কোম্পানি বসিয়ে দিয়ে নয়। ওএনজিসি এখন এতোটা দক্ষ যে, তারা বিদেশেও অনুসন্ধান কাজ করছে। মালয়েশিয়ায় জাতীয় তেল কোম্পানি পেট্রোনাস সে দেশের তেল-গ্যাস অনুসন্ধানে অগ্রগামী ভূমিকা রাখে এবং পেট্রোনাস বিদেশেও অনুসন্ধান কাজ করে। ভারতে ওএনজিসি বা মালয়েশিয়ায় পেট্রোনাস তো একদিনে এ রকম দক্ষতা অর্জন করেনি। দীর্ঘদিনের চেষ্টা এবং বিদেশী কারিগরি ও প্রযুক্তির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে কোম্পানিগুলো এ দক্ষতা অর্জন করেছে। তারা যদি করতে পারে, আমরা পারবো না কেন? সরকারের দুর্বল মানসিকতা ও সদিচ্ছার অভাবই আমাদের প্রধান বাধা।

২০০০ : প্রতিমন্ত্রী গতকাল বলেছেন বাপেক্সের সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত।

ড. ইমাম : একটি প্রতিষ্ঠানের সবাই দুর্নীতিগ্রস্ত হয় কীভাবে! আর যদি তাই হয়, তবে তিনিও এ দোষে দুষ্ট। পদত্যাগের আগ পর্যন্ত তিনি তো এদের মাথা ছিলেন।